সংযুক্তি-৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশনের কার্যালয়
পুরাতন হাইকোর্ট ভবন
ঢাকা-১০০০।

আইন কমিশন আইন এর ধারা ৬(ঞ) এর অধীনে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্মারক নং ২২৫/বিচার-৩/২এম-৮/৮৫ (অংশ) তারিখ ১৯/৫/৯৯ মুলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রনীত প্রস্তাবিত "চোরাচালান বিরোধ (গৌন অপরাধ) বিশেষ আইন-১৯৯৯" এর অনুলিপি প্রেরন করতঃ তদুপরি আইন কমিশনের মতামত যাচনা করে।

আইন কমিশন প্রস্তাবিত "চোরাচালান বিরোধ (গৌন অপরাধ) বিশেষ আইন-১৯৯৯" এর খসড়া আইনটি পুঙ্খানুপুঙ্খরুপে পর্যালোচনা করিয়া তৎবিষয়ে নিম্নবর্নিত মতামত প্রদান করেন।

১। ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের (১৯৭৪ সনের ১৪ নং আইন) এর ২৫ বি ধারায় বর্তমানে প্রচলিত কোন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ পণ্য আমদানী বা রফতানি বা নিয়ন্ত্রিত পণ্য উপযুক্ত অনুমতি গ্রহন ও শুল্ক প্রদান ব্যতিরেকে আমদানী বা রফতানি এর কার্যকে অপরাধ গণ্য করিয়া "জরিমানা সহ সর্বোচ্চ মৃত্যু দন্ড ও সর্ব নিম্ন দুই বছরের সশ্রম কারাদন্ড" এর শাস্তির বিধান রহিয়াছে। উক্তরূপ অপরাধ সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমার দ্রুত বিচার নিশ্চিত করণার্থ ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের (১৯৭৪ সনের ১৪ নং আইন) এর ২৬ (২) ধারায় বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের সংস্থান রহিয়াছে। উক্ত আইনের ২৭ ধারায় পূর্বোক্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক স্ববিবেচনায় বা সরকার নির্ধারিত উপযুক্ত সময় বা স্থানে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার কার্য অনুষ্ঠানের বিশেষ পদ্ধতিগত আইনের সংস্থানও রহিয়াছে। ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইন (১৯৭৪ সনের ১৪ নং আইন) এর উপরোক্ত বিধানাবলী কার্যকরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে চোরাচালান অপরাধ সম্পর্কিত মোকাদ্দমার দ্রুত নিস্পত্তি করা সম্ভব হইতে পারে।

২। ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের (১৯৭৪ সনের ১৪ নং আইন) ২৬(২) ধারার বিধান মোতাবেক প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বতন্ত্র বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের পরিবর্তে অন্যান্য ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারকার্য নির্বাহকারী সেশনস্ জজ আদালত গুলিকে অন্যান্য মোকদ্দমার বিচার কার্যের সহিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের কারণে বিশেষ মোকদ্দমা সমূহের কাঙ্খিত দ্রুত বিচার নিশ্চিত হয় নাই। একই কারণে প্রস্তাবিত "চোরাচালান বিরোধ (গৌন অপরাধ) বিশেষ আইন-১৯৯৯" আইন এর মাধ্যমে ফৌজদারী মোকদ্দমার তদন্ত কার্য তদারককারী ও বিচারকার্য নির্বাহকারী এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যের দায়িত্ব পালনকারী প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট সমন্বয়ে প্রস্তাবিত বিশেষ আদালত গঠন করা হইলেও চোরাচালান অপরাধ সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমার প্রত্যাশিত দ্রুত বিচার নিশ্চিত হইবে না।

৩। আইন কমিশন স্বতন্ত্র ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠা ও বিচারাধীন মোকদ্দমার সংখ্যার ভিত্তিতে আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যেই সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিয়াছে। উক্ত সুপারিশের

আলোকে যে সকল সেশনস্ ডিভিশনে চোরচালান অপরাধ সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমার সংখ্যা অধিক সেই সকল সেশনস্ ডিভিশনে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইন (১৯৭৪ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৬ (২) অনুসারে স্বতন্ত্র বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হইলে এবং বিচারাধীন মোকদ্দমার সংখ্যার ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা নির্ধারণ করা হইলে চোরচালান অপরাধ সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমার প্রত্যাশিত দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হইবে।

৪। প্রস্তাবিত "চোরাচালান বিরোধ (গৌন অপরাধ) বিশেষ আইন-১৯৯৯" আইনে গৃহিত চোরাচালানকৃত পণ্যের মূল্যের ভিত্তিতে চোরাচালান অপরাধকে গৌণ অপরাধ রূপে সজ্ঞায়িত করিয়া বিচারিক আদালত নির্ধারনের ধারণা দন্ডবিধির এতদসংক্রান্ত মৌলিক নীতির সহিত সংগতিপূর্ন নয়। ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় অপরাধকার্যে ব্যবহৃত বা অপরাধকার্যের মাধ্যমে অর্জিত সামগ্রির আর্থিক মূল্যের ভিত্তিতে নয়, বরং অপরাধের গুরুত্ব ও ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনার ভিত্তিতে বিচারিক আদালত ও শাস্তির পরিমান নির্ধারিত হয়।

৫। চোরাচালান অপরাধকে গৌণ অপরাধ রূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হইলে চোরাচালান অপরাধ বিষয়ে সামাজিক ঘৃনা ও প্রতিরোধ সৃষ্টির প্রয়াস বাধাগ্রস্ত হইবে।

৬। আগ্নেয়াস্ত্রের চোরাচালান অপরাধের গুরুত্ব ও ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করিয়া ১৯৯১ সনের ১৭ নং আইনের ৪ নং ধারা দ্বারা ১৮৭৮ সনের অস্ত্র আইনের ১৯ ক ধারা সংশোধন পুর্ব্বক উক্ত অপরাধের জন্য "জরিমানা সহ সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা সর্বনিম্ন দশ বছরের সশ্রম কারাদন্ড" এর শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তাবিত "চোরাচালান বিরোধ (গৌন অপরাধ) বিশেষ আইন-১৯৯৯" আইনে উক্ত অপরাধের জন্য "সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদন্ড" এর শাস্তির বিধান করা হইয়াছে; যাহা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত এবং বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য নয়।

৭। কোন আদালত, বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার সংক্রান্ত বিধান আইন দ্বারা নির্ধারণ করা হয় বিধায় কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই উক্ত বিধান পরিবর্তনীয়। কিন্তু প্রস্তাবিত "চোরাচালান বিরোধ (গৌন অপরাধ) বিশেষ আইন-১৯৯৯" এর ধারা ২(ক) এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত বিশেষ আদালতের এখতিয়ার সংক্রান্ত "ক-তপসিল" নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে সংশোধনের বিধান করা হইয়াছে, যাহা বর্তমানে প্রচলিত এতদ্সংক্রান্ত মৌলিক বিধিবিধানের পরিপন্থী।

৮। প্রস্তাবিত "চোরাচালান বিরোধ (গৌন অপরাধ) বিশেষ আইন-১৯৯৯" আইন অনুসারে চোরাচালানকৃত পণ্যের মূল্যের ভিত্তিতে অপরাধের শ্রেনী বিন্যাস ও বিচারিক আদালত নির্ধারন ও শাস্তির পরিমান ধার্য্যকরনের ব্যবস্থা চোরাচালানকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির নতুন দিগন্ত উম্মোচন করিবে।

৯। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পারিচালনার অন্যতম মূলনীতি রূপে "রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন" মর্মে ব্যক্ত হইয়াছে। বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত আইনগত অবস্থান এই যে, সরকার সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির বিপরীত কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিতে পারেন না। মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট ও ১ম শ্রেণীর

ম্যাজিষ্ট্রেট রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তা বিধায় তাহাদের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত আইনের অধীনে চোরাচালান নিরোধ বিশেষ আদালত গঠনের কার্যক্রম হইবে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগকে বর্ধিত বিচারিক এখতিয়ার প্রদান করা, যাহা উপরোক্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির সহিত অসংগতিপূর্ণ হইবে।

১০। উপরিউক্ত পর্যালোচনান্তে আইন কমিশন এই অভিমত পোষণ করে যে, বর্তমানে প্রচলিত ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইন (১৯৭৪ সনের ১৪ নং আইন) এ চোরাচালান অপরাধ সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমায় দ্রুত ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করিবার পর্যাপ্ত আইনগত ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। এই বিষয়ে নতূনভাবে আরো একটি "বিশেষ আইন" প্রণয়নের আবশ্যকতা নাই।

(অধ্যাপক এম শাহ আলম)
সদস্য
আইন কমিশন।

(বিচারপতি নইম উদ্দিন আহমেদ)
সদস্য
আইন কমিশন।

(বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন)
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন।